R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল)
পেট্রল, টারবোজেট (সুপার
ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৪ সাল।
৩রা অক্টোবর ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

সাগরদীঘির গ্রামে গ্রামে চোলাই মদের কারবার, আবগারী দপ্তর ও থানা পকেট ভর্তিতে ব্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বড় ভুমিহর, ছোট ভুমিহর গ্রামের দুই মালপাড়ায় ৬০ থেকে ৭০টা এবং পার্শ্ববর্তী মনিগ্রামের মাঠ এলাকায় প্রায় ৭০টি চুল্লু ভাটী দিন-রাতের জন্য ব্যস্ত। এই সর্বনাশাও বেপরোয়া ব্যবসায়ে বেশ কয়েকটি পরিবার ফুলে-ফেঁপে উঠেছে বলে খবর। এর ফলে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। বছর চারেক আগে চুল্লু খেয়ে তিনজন যুবক মারা যায় ভুমিহর গ্রামে। ঐ সময় গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা তদানীন্তন মহকুমা শাসক সি, ডি, লামার সঙ্গে দেখা করে গ্রামের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তাঁকে জানান। সি, ডি, লামা গোপনে ভুমিহর গ্রামে গিয়ে কয়েকজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। চুল্লুকারবারীদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদের জন্য চাপ দেন ও তাদের ধানের গোলা পুড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। শেষে গ্রামবাসীদের কয়েকজনের অনুরোধে চুল্লুকারবারীরা রক্ষা পায়। এর পর বেশ কিছুদিন এই কারবার গ্রামে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আবগারী দপ্তর ও লোকাল থানাকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে নানা পন্থা নিলেও লোডসেডিং চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের অন্য সব জায়গার মতো জঙ্গিপুর মহকুমাকেও বর্তমানে লোডসেডিং-এর যন্ত্রণায় জর্জরিত করে রেখেছে। দিনে-রাতে এক ঘন্টা / দু' ঘন্টার লোডসেডিং অন্তত তিনবার নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। উমরপুর সাব-ষ্টেশনে যোগাযোগ করলেই এক কথা—"এটা সেন্ট্রাল লোডসেডিং, বিদ্যুৎ-এর পরিস্থিতি বুঝে ধারাবাহিক লোডসেডিং সব জায়গায় চলছে।" অন্যদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিক রাখতে জঙ্গিপুর এলাকায় নানাভাবে বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবউশন চালু রাখা হয়েছে। জঙ্গিপুর এলাকায় ১১ কেভির দুটো লাইন চালু আছে। একটি সম্মতিনগর, গোবিন্দপুর, কলাবাগ, ইছাখালি, কুলগাছি হয়ে লালগোলা থানার সীমান্ত এলাকা ময়া পন্ডিতপুর পর্যন্ত এবং আর একটি ১১ কেভি লাইন জঙ্গিপুর টাউনসহ মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রেখেছে। একইভাবে বাড়ালা, আহিরণ এলাকায় ১১ কেভি করে পৃথক লাইন চালু আছে। উল্লেখ্য, উমরপুর ১৩২ কেভি থেকে জঙ্গিপুর মহকুমায় সব থেকে বেশী বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে ফরাক্কায় নির্মিত বেঙ্গল অম্বুজা সিমেন্ট কোম্পানীর। এ ছাড়া ৩৩ কেভি থেকে উমরপুরের 'মালদা মেটাল'কে এবং ৪৪০ ভোল্ট থেকে রঘুনাথগঞ্জে 'বসুন্ধরা মডার্ণ' রাইস মিল ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুলিশের দায়িত্বহীনতায় চাকায় পিষ্ট হয়ে মা-ছেলের মৃত্যু, বাস ভস্মীভূত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা এলাকায় ভাগীরথী ব্রীজের মুখ থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নামে নগ্নভাবে পুলিশের পকেট ভর্তি ছাড়া কিছু হয় না। তারই শিকার হলেন ১ অক্টোবর পথচারী জঙ্গিপুর শহর লাগোয়া ত্রিমোহিনী গ্রামের গৃহবধূ বন্দনা মন্ডল (২৮) ও তার শিশু পুত্র সুরজিৎ (২)। ডাক্তার দেখিয়ে স্বামী বিশ্বনাথ মন্ডলের সাইকেলের পিছনে বসে মা ও ছেলে বাড়ী ফিরছিলেন। (শেষ পৃঃ)

লক্ষ্মীজোলা আদর্শ গ্রামে রূপ নিতে চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতকে আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত (মডেল) প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আর্সেনিক মুক্ত তিনটি পানীয় জলের ডীপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। ঐ এলাকার তিনজন শিক্ষিতা মহিলাকে প্রসূতি শিক্ষায় পারদর্শী করার কাজও চলছে। এছাড়া বাবুপুরে কমিউনিটি হলসহ চিলড্রেন পার্কের ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে এলাকা 'মডেল ভিলেজ' এ রূপ নিতে চলেছে। ঐ অঞ্চলে চাষবাসের উন্নতির কথা মাথায় রেখে (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়.

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩২৫৬৯১১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৪১৪ সাল।

মূল্যবোধ ঃ আজ চর্চায় এবং চর্যায়

আজ শুধু আমাদের দেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীটাই এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে পেঁাছিয়াছে। .. মানুষের মনে মূল্য-বোধের বিকৃতি এবং আদর্শের অবনতি ঘটিয়াছে। চারিদিকে বাস্তবকে আড়াল করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং জনজীবনে এক সার্বিক হিস্টিরিয়া রোগের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'বিবেকানন্দ' শীর্ষক আলোচনায় একদা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। মূল্যবোধ শব্দটি এখন বহু কথিত। ইহা হইতেছে সত্যানু-সন্ধান বা সত্যানুরাগ। সনাতন রীতি-নীতিতে বিশ্বাস, নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ। যৌথ পরিবারে সকলের সহিত থাকিয়া সুখ-দুঃখের অংশভাগী হওয়া, বয়োবৃদ্ধ প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জীবনে ও জীবন চর্যায় শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, শালীনতাবোধ। পারি-বারিক জীবন তথা সামাজিক জীবনে সম্পর্কের বন্ধন, দায়বদ্ধতা। এ সবই মূল্যবোধের বোধ বা চেতনা।

কিন্তু আজ আমরা সময়ের এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া পেঁাছিয়াছি যখন আমাদের জীবন চর্চায় এবং জীবন চর্যায় সংকট ঘনীভূত। আমাদের traditional জীবন ধারায় এবং প্রচলিত মূল্যবোধের শেকড়ে ধরিয়াছে ঘুণ, পাঁজরে ফাটল। মানুষ আমরা হারাইতেছি মনুষ্যত্ববোধ। হইয়া পড়িয়াছি অন্তঃসার শূন্য 'ফাঁপা মানুষ'। সঞ্চয় করিতেছি 'বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।' চর্চা এবং চর্যায় আজ দেখা যাইতেছে বিকৃত মানসিকতা বা অপসংস্কৃতি। ইহার দৌরাত্ম্য সমাজ জীবনের নেপথ্যে—প্রকাশ্যে ; অলিগলিতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং, চলিবার পথে 'টিজিং' এর মত অশালীন অভব্যতা এখন নিত্যকার ঘটনা। মূল্যহীনতার যূপকাষ্ঠে আজ মূল্যবোধ বলিপ্রদত্ত।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল নব জাগৃতির যুগ। সেই সময় বস্তু চেতনা, বিজ্ঞান চেতনার সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও দেখা গিয়াছিল নতুন চিন্তা ভাবনা, বোধ এবং বোধি। সেই সময়ের জীবন চর্যায় বিকৃতি ও ক্ষয়িষ্ণুতা ততটা ছিল না। প্রচলিত আদর্শ সম্পর্কে তখনও সংশয় বা প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর চেহারা গিয়াছে পাল্টে। বেকার সমস্যা, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য, হতাশা, অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশেও ঘটিয়াছে ক্ষমতার হাত বদল, দেশ বিভাজন। আর আমাদের সমাজ জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে বিদেশী ভাবধারার প্রভাব। পারিবারিক জীবনেও ধরিয়াছে ভাঙন। দেখা দিয়াছে প্রজন্মগত ব্যবধান। যুব সমাজের মধ্যে আসিয়াছে সনাতন রীতি নীতিতে গভীর অবিশ্বাস। ব্যক্তি জীবন তথা সমাজ জীবনে দেখা দিয়াছে ভ্রষ্টাচার, লোভ, লালসা, দুর্নীতি, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা। আজ মানুষ হারাইয়াছে চক্ষুলজ্জা। অবহেলা তাহাদের কর্মসংস্কৃতিতে। জীবন হইতে মুছিয়া যাইতেছে সুস্থ সংস্কৃতি। কেমন যেন মানসিক অবনমন চোখের সামনে প্রতীয়মান। ভোগবাদী দর্শন হইয়া উঠিয়াছে জীবনের দর্শন। বাড়িয়া চলিয়াছে আত্মপরতা। আচার আচরণে আজ যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা। অবিনয় এবং অভব্যতা এখন বুঝি অগৌরবের নয়। অমৃত বচন এখন লোকাচারের অলঙ্কার। ফিরিয়া যাইতে হয় জীবনা-নন্দের কবিতার ভাষায় ; বলতে ইচ্ছে করে 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ / যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা / যাদের হৃদয়েতে প্রেম নেই প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই / পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

বাঙালীর হা-হুতাশ

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

অন্যান্য দেশের নানারকমের লোক বাংলায় আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে, কেহ বা ক্রোড়পতি হইতেছে আর দিন দিন অন্নাভাবে শীর্ণ আর চিন্তা স্বরে জীর্ণ হইয়া মরিতেছে বাঙালীই। বাংলার এই ভীষণ সমস্যার কথা সেদিন বিলাতে লর্ড সিংহের মুখে এই ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে—'যে কেহ এই দেশে অন্ন সংস্থান করিতে পারে, পারে না শুধু বাঙ্গালীরা। ভারত নানাদিকে উন্নত হইয়াছে কিন্তু ফাঁকও অনেক দিকেই আছে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে। বাংলার অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইতেছে। এ জন্য দায়ী দেশের লোক এবং অন্যান্য কারণ যাহার উপর গবর্ণমেন্টের কোন হাত নাই। ইংরেজের কর্মশক্তি, ভারতের মিতব্যয়িতা, শ্রম ও সংযমের সহিত মিলিত হইয়া, এ দেশের আরো উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। দেশের শিক্ষিতদের ইংরেজের উপর যে অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে, ইংরেজ তাহা দূর করিলে মিলিতভাবে দেশবাসীর উন্নতি করিতে পারেন।' লর্ড সিংহের কথা সত্য—কিন্তু বাংলা দেশের অবস্থা শোচনীয় হয় নাই, শোচনীয় হইয়াছে বাঙালীর নিজস্ব অবস্থা। এই বাংলায় ইংরেজ ছাড়াও ছত্রিশ দেশের নানান্ জাতি নানান্ ব্যবসায় করিয়া অন্ন করিতেছে—আর বাঙ্গালীরা তাহাদেরি দেশে হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছে। বাংলায় শোষণ বা লুন্ঠন বলিয়া যে রাজনীতিক চিৎকার করা হয় তাহার সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার যোগ অতি সামান্য। বাংলার অর্থাগমের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী ক্রমে দূরে সরিতেছে—অপরে তাহা অধিকার করিতেছে। কুলী মজুরের ব্যবসায় হইতে বড় যে কোন ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এ অধঃপতনের দৃষ্টান্ত মিলিবে। আজ বাংলার সব চেয়ে বড় সমস্যা—স্বর্ণপ্রসূ দেশের ছেলেরাই অভাবের তাড়নায় হাহুতাশ করিতেছে,—আর বাংলার অর্থে অন্য সকলেই পুষ্ট হইতেছে। ইংরেজ দেশে অর্থাগমের নানা ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু সে ক্ষেত্র ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বাঙ্গালীরও যথেষ্ট উন্নত হওয়া এবং অর্থাগমের দ্বারা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। বাংলার প্রাকৃতিক ধারা দ্বারা বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা উন্নতি করিতে না পারা পর্যন্ত বাঙ্গালী জীবন ক্রমেই হটিতে থাকিবে, উজান চলা তাহার সম্ভব হইবে না। বাংলার শস্য সম্পদ তাহার বেসাতী করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার খাদ্য সরবরাহ করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার রেল ষ্টেশনে মুটে মজুরী করিতেছে অ-বাঙ্গালী, চাকর খানসামা সেও অ-বাঙ্গালী—আর বাঙ্গালী ভদ্র শিক্ষিত হইয়া সকলেই চাকুরী পাইবার জন্য লালায়িত। ভদ্র বনিবার এই প্রকার বিকৃত শিক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতিকে ক্রমশঃ হীন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালী আজ নিখিল ভারতের পরিচালকত্ব দূরের কথা বাংলারও পরিচালক হইতে পারিতেছে না। বাংলার আর্থিক সম্পদের যোগ্য অংশগ্রহণ করাকে বাঙ্গালীর সর্ব প্রথম কর্তব্য মনে করিতে হইবে। বর্তমানে এর চেয়ে আত্মরক্ষা ও জাতীয় কর্তব্যে বড় আর কিছু নাই।

(রচনাকাল ঃ ১৩৩৪ সাল)

দুটি কবিতা

শীলভদ্র সান্যাল

চক্ দে

বিশ্বকাপে গাড্ডা মেরে টোয়েন্টিতে করলি মাত
ধোনিরে তুই করলি ধনী, কেয়া বাত্ ভাই কেয়া বাত !
ফাইনালের ওই আসল খেলায় করল তফাৎ পাঁচটি রাণ
শেষ ওভারে ক্যাচটি দিয়ে পড়ল ফাঁকি পাকিস্তান
ম্যান্ডেলার ওই দেশে গিয়ে করলি মহাকান্ড যে
বাজি পটকায় কান পাতা দায়, বাজছে বাদ্যভান্ড যে !
লাভ করল পরম গতি, যতরথী, মহারথী
বেদম প্রহার খেয়ে সবাই হল যে হায় কুপোকাত
চমকে দিয়ে বিশ্ববাসী, টোয়েন্টিতে করলি মাত।
মরণ বানে তাবড় তাবড় টিমের পরাণ বিদ্ধিয়া
চতুর্দিকে উঠছে আওয়াজ ওই, 'চক দে ইন্ডিয়া'।
পড়ছে মনে কপিলদেবের সেই তিরাশির বিশ্বকাপ
তেমনই কী সে খেল্ দেখাল সবাই মিলে বাপরে বাপ !
ব্যাটে বলে কামাল ক'রে লুটে নিল সবার হিয়া
ওয়ান্ডার্সের বদলা নিল বধ করে সেই অস্ট্রেলিয়া
সেখান থেকে এই তো ফেরা, ভারত আবার বিশ্বসেরা
সাবাস দিল খান্ শাহরুখ, বলিউডের কিং গিয়া
কদম কদম বাড়ায়ে যা চক্—চক্ দে ইন্ডিয়া ॥

বাঁদর মা

ক্ষণিক ভুলের উন্মাদনায় গর্ভে ধরিস অমল যিশু
হায় কুমারি মা, তুই লাজে যাস্ ফেলে সেই দুধের শিশু
প্রাণ কাঁদে না মা, তোর ছেলে ডুকরে কাঁদে আবর্জনায়
উথলে ওঠে না কি প্রথম মাতৃ স্নেহ দুধের বোঁটায় ?
হায় বেহায়া পাপিষ্ঠ বাপ, কোথায় করে আত্মগোপন
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে খেলল পুরুষ-পায়রা নোটন
তোদের ভুলের প্রায়শ্চিত্তের বইছে বোঝা সদ্যোজাত
মনুষ্যত্ব-হারা ঝোপের আবর্জনায়, অবজ্ঞাত !
কোথায় আছে প্রেম সে খাঁটি, জানতে কি চাস তার ঠিকানা ?
ওই চেয়ে দেখ, বাঁদর মায়ের কোলে দোলে বিড়াল ছানা !
মনুষ্যেতর প্রাণী ও যে ! ধারেনা ধার মনুষ্যতার
তাই তো সে দেয় দুগ্ধ মুখে এক ফোঁটা ওই বিড়াল ছানার
ওর কাছে ভাই মাতৃ স্নেহের খবরটা যে পেলাম খাঁটি
লজ্জা দিয়ে লজ্জাহীনের গালের 'পরে মারল চাঁটি
মেটাতে ঝাল, দেই তুলে গাল, বলি, 'হতচ্ছাড়া বাঁদর'।
দেখ চেয়ে সেই বাঁদর মায়ে বিড়াল ছানায় করছে আদর
মনুষ্যতার অভিমানে অন্ধ সবাই তুমি-আমি
নে শিখে ওই বাঁদর-মায়ের মনুষ্যেতর এ বাঁদরামি
মনের দু' চোখ অন্ধ করে বাহির পানেও হোসনে কানা
দেখরে বাঁদর-মায়ের কোলে কেমন দোলে বিড়াল ছানা।

Government of West Bengal

Office of the Executive Engineer

Murshidabad Division, P. W. (CB) Dte., Berhampore, Murshidabad

Short form of N. I. T.—06 EE (MUR) of 2007-08

Sealed Tenders are invited for different work, settled in 6 (six) groups, such as "special repair and renovation work of Siksha Bhawan Building, Berhampore, Murshidabad" (Sl-1 to 3), "Renovation work of a room at 1st floor at I. T. I., Berhampore for Computer Trade" (Sl-4), "Balance work for extension of 1st floor of existing Science Building of N. B. I., Lalbag (Phase-II), Murshidabad" (Sl-5), "I. D. and special repair and maintenance of N. B. I. Lalbag, Murshidabad" (Sl-6) from class-II (S & P) of P. W. D. (for Sl-3), Regd. Engineers' Co-optv. (for Sl-6), class-IV (R & B) of P. W. D. (for Sl-4), class-II (R & B) of P. W. D. (for Sl-1, 2, 5) including Lab. Co-optv. as per G. O. (for Sl-1, 2, 4, 5) deciding the last date of application for purchasing of tender papers, date of purchasing tender papers, receiving & opening of tender papers are 08/10/2007 (Upto 5.00 p. m.), 09/10/2007 (Upto 3.00 p. m.), 12/10/2007 (12.00 noon to 2.30 p. m.) & 12/10/2007 (After 3.00 p. m.) respectively.

Detailed documents may be seen on working days from the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer, Murshidabad Division
C. B. Dte., P. W. Deptt., Govt. of West Bengal

Memo No. 739/Inf./Murshidabad Date 25-9-07
Tender M. No. 818/4/7W/Pt-VI Dt. 8-9-07

রূপ নিতে চলেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

লিভার লিফ্‌ট পাম্প ছাড়া গার্লস স্কুল ও উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কাজের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এক সাক্ষাতকারে প্রণববাবুর পক্ষে জঙ্গিপুরের জেলা পরিষদ সদস্য মহঃ আখরুজ্জামান এই খবর জানান। তিনি জানান জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকাকালীন বিভিন্ন সংস্থাকে দিয়ে তাঁর সাতটি বিধানসভার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েতে (মডেল) প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নেন। সব এলাকাই কাজ শুরু হয়ে গেছে। জঙ্গিপুর এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্সকে। ঐ সংস্থার এ্যাসিঃ জেনারেল ম্যানেজার কে, চট্টরাজ ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক প্রণব মুখার্জীর প্রয়াসকে সফল করতে আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছেন বলে আখরুজ্জামান জানান।

থানা পকেট ভর্তিতে ব্যস্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাত করে চুল্লুর কারবার রমরমিয়ে চলছে। পয়সা আদায়ে সাগরদীঘি পি ডি সি এলের পুলিশ ক্যাম্পের কর্মীরাও গ্রামে হানা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। সপ্তাহে দু' ম্যাটাডর গুড় ঢুকছে ভুমিহর গ্রামে। দুপুরের পরে গ্রামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকছে। এর ফলে বহু সংসার অশান্তির আগুনে জ্বলছে। মনিগ্রামের কাছাড়িপাড়া এলাকায়, জালিপুকুরের পারে ঢালাও চুল্লু বিক্রী হচ্ছে প্রকাশ্যে। গ্রাম বাঁচাতে মহকুমা শাসকের কিছু করার আছে কি ?

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অঙ্ক অল্প পারিশ্রমিকে
বাড়িতে গিয়ে পড়াই।
যোগাযোগ ঃ মোবাইল-9932670863

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এলেছে মহাপূজা, ঈদ ও দীপাবলীর

বিশেষ উপহার

- ☐ MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
- ☐ সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ৯·৫০% ।
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০%
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্‌ চেক, (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯·৫০% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই— অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা — সম্পাদক
শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য — সভাপতি

লোডসেডিং চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

উমরপুরের 'ভাগীরথী সিমেন্ট প্রোডাক্ট'কে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, উমরপুর ১৩২ কেভি থেকে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউসন হচ্ছে রঘুনাগঞ্জে ৩৩ কেভি, সাগরদীঘিতে ৩৩ কেভি, মুরারই—রামপুরহাটে ৩৩ কেভি এবং সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ৩৩ কেভি করে দুটো লাইন।

বাস ভস্মীভূত (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ সময় বর্ধমান—জঙ্গিপুর রুটের যাত্রীবাহী বাস 'টু ডে' বাগানবাড়ী ও ফুলতলার মাঝে সাইকেলের পিছনে সজোরে তাদের ধাক্কা মারে। সাইকেল চালক বিশ্বনাথ মন্ডল রাস্তার ধারে ছিটকে পড়লেও বন্দনা ও তার শিশু পুত্রের ওপর দিয়ে বাসের চাকা চলে যায়। বন্দনা ঘটনাস্থলে মারা যান। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সুরজিৎও হাসপাতালে মারা যায়। বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। লোডসেডিং-এর সুযোগে তাদের ছোড়া এলোপাথারি ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন পথচারী জখম হন, আশপাশের কয়েকটি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মোটর সাইকেলও ভস্মীভূত করে ওরা। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দমকলের গাড়ী ঘটনাস্থলে এসে পেঁছিলে উত্তেজিত জনতা গাড়ী লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে গাড়ীটি ব্যাক করতে গেলে আশপাশের কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় থানায় কয়েকশো বার ফোন করলেও পুলিশ যায় ঘটনার প্রায় দেড় দু' ঘন্টা বাদে। ততক্ষণে বাসটির অর্দ্ধেকের বেশী পুড়ে যায়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। এর বেশ কিছু সময় পর 'র‍্যাফ' এলাকা ঘিরে ফেলে। দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর পর বাসটিকে গভীর রাতে মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের দায়িত্বহীনতায় তার আগের দিনও ভাগীরথী ব্রীজের মুখে ট্রেকার ও লরীর সংঘর্ষে দু'জন যাত্রী আহত হয়। এলাকার মানুষের দাবী থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে আজ পর্যন্ত পুলিশ ট্রাফিক চালু হয়নি বা ভাগীরথী ব্রীজের মুখে রাস্তা দখল করে বাসে যাত্রী তোলাও বন্ধ হয়নি। শহরে ঢোকার মুখে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি না থাকায় এই ধরনের ঘটনা পর পর ঘটে চললেও রঘুনাথগঞ্জ থানার আই সি বা এস ডি পি ওর মধ্যে কোন হেলদোল নেই। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ২ অক্টোবর থেকে কোন রুটে বাস চলেনি। ঐ দিন এক জরুরী সভা ডাকে বাস মালিক সমিতির বিভিন্ন সংগঠন। সেখানে বাস পুড়িয়ে দেয়া, কর্মীদের নিরাপত্তা, যেখানে সেখানে রাস্তার দু'ধার জবর দখল করে পদে পদে বিপদ ডেকে আনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সবের প্রতিকারের দাবীতে ৩ অক্টোবর মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে চার দফা দাবীর ভিত্তিতে এস, ডি, ও এবং এস, ডি, পি, ওর কাছে ডেপুটেশন দেয়া হয়। দাবী ছিল— ১) দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তি। ২) উমরপুর থেকে ভাগীরথী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারের অবরোধ উচ্ছেদ। ৩) দায়িত্বহীন পুলিশ অফিসারের শাস্তি। ৪) বাস মালিক মনোজ ঘোষের বাড়ীর ওপর হামলার প্রতিকার। এর কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে মালিক পক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘট চালু রাখবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ খবর ৩ অক্টোবর বেলা চারটা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সমাধান হয়নি।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।